[বাংলাদেশ গেজেটে পরবর্তী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[ভ্যাট বিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং-২১/মূসক/২০১৯ তারিখ: ২৯ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ১৪ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ) বিধিমালা, ২০১৯ মোতাবেক কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় প্রণীত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ) বিধিমালা, ২০১৯ (অতঃপর বিধিমালা বলে অভিহিত) এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে যে, অনেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পৃথক কারখানায় উপকরণ উৎপাদন হয় সেই সকল উপকরণ নিজস্ব পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব পৃথক কারখানায় উপকরণ উৎপাদনকারী ইউনিট কেন্দ্রীয় উৎপাদন ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন প্রদানে কিছু জটিলতা পরীলক্ষিত হচ্ছে। উক্ত বিধিমালার বিধি-৩ এ "দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা" করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। আইনের ধারা ২ এর (৬১) ও (১০০) তে যথাক্রমে 'পণ্য সরবরাহ' ও 'সেবা সরবরাহ' এর সংজ্ঞা দেয়া আছে। এ দুটি সংজ্ঞায় পণ্য বা সেবার সরবরাহ বলতে বিক্রয়, বিনিময়, হস্তান্তর, অধিকার প্রদান, বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকে বুঝানো হয়েছে, যা মূলত সরবরাহকারী কর্তৃক পণের বিনিময়ে বা অন্যবিধভাবে ভোক্তার নিকট সরবরাহ। এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ইউনিটে হিসাব সংরক্ষণের শর্তে পণের বিনিময়ে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই ভোক্তার নিকট সরবরাহ করার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইউনিটে সমুদয় হিসাব সংরক্ষণ করার শর্ত পরিপালন করা সত্ত্বেও দুই বা ততোধিক স্থান হতে একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব কারখানায় পণ্যসেবা প্রস্তুতে ব্যবহারের জন্য উপকরণ উৎপাদনপূর্বক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ এবং উৎপাদিত পণ্য নিজস্ব ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে ভোক্তার নিকট পণের বিনিময়ে সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রমকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অন্তর্ভুক্ত করে নিবন্ধন প্রদান করা হচ্ছে না মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে।

২। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক স্থান হতে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার পণের বিনিময়ে সরবরাহকে বুঝায়। কিন্তু অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ অনেক ক্ষেত্রেই দুই বা ততোধিক স্থানে উৎপাদিত হতে পারে। এসব উৎপাদিত উপকরণ দিয়ে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন করে পণের বিনিময়ে সরবরাহ করা হলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে দুই বা ততোধিক স্থান হতে উৎপাদিত উপকরণ দিয়ে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে হবে এবং সকল প্রতিষ্ঠানের হিসাব একত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। উৎপাদিত উপকরণ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত ইউনিটের মধ্যেই সঞ্চালিত হতে হবে। এক্ষেত্রে, উপকরণগুলো কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চলাচল করবে বিধায় পণ্য বা সেবা অভিন্ন বা সমজাতীয় হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু পণের বিনিময়ে যে পণ্য সরবরাহ করা হবে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত পণ্য যা অবশ্যই অভিন্ন বা সমজাতীয় হতে হবে।

৩। এমতাবস্থায়, অভিন্ন বা সমজাতীয়পণ্য উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারীর নিজস্ব পণ্য বা সেবা প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ নিজস্ব ভিন্ন কারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক কার্যক্রমকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধনের আওতায় পরিচালনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নোক্ত শর্তে অনুমোদন করলোঃ

ক) সকল প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হিসাব-নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র কেন্দ্রীয় ইউনিটে সংরক্ষণ করতে হবে;

খ) উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান উভয়কেই আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সহগ কেন্দ্রীয় নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটে দাখিল করতে হবে;

গ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত এক ইউনিট হতে অন্য ইউনিটে পণ্য বা সেবা স্থানান্তর চালান পত্র (ফরম মূসক-৬.৫) প্রদান করে সরবরাহ করা যাবে। তবে পণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভোক্তার নিকট পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক চালানপত্র (ফরম মূসক-৬.৩) প্রদান করতে হবে;

ঘ) কোন ইউনিটের অবস্থান পরিবর্তন হলে তা আইনানুগভাবে নিবন্ধন পত্রে সংশোধনপূর্বক পণ্য বা সেবা (ফরম মূসক-৬.৫) সরবরাহ করতে হবে। অন্যথায়, পরিবর্তিত স্থান হতে সরবরাহকৃত উপকরণ বা পণ্যের উপর পনের শতাংশ হারে মূসক আদায়যোগ্য হবে;

ঙ) উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত সমুদয় পণ্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করতে হবে;

চ) প্রত্যেকটি কারখানায় উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে;

ছ) এক শাখা হইতে অন্য শাখায় উপকরণ বা পণ্য হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধের সুযোগ নাই বিধায় উপকরণ কর রেয়াত উদ্ভুত হবে না।

৪। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক মোতাবেক এ আদেশ জারি করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

১৪.১০.১৯

(হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার)
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)

প্রাপকঃ উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

[তাঁকে উল্লিখিত আদেশ এর ৫০০ (পাঁচশত) গেজেট কপি মুদ্রণ ও মুদ্রিত কপি সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সরবরাহ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.০৮.০০৪.১৩/৬৪০(৬৩) তারিখঃ ১৪ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, কাকরাইল, ঢাকা।

২। প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল (কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট), জীবন বীমা ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

৩-৬। সদস্য (শুল্ক নীতি)/ (মূসক নীতি)/ (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)/ (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৭-১৮। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।

১৯-২৪। কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/আইসিডি,কমলাপুর/মংলা/বেনাপোল/পানগাঁও।

২৫-২৮। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।

২৯। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ১২৭ বড়মগবাজার, ঢাকা।

৩০। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।

৩১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩২-৩৪। প্রথম সচিব (মূসক-বাস্তবায়ন)/(মূসক নিরীক্ষা)/(শুল্ক: নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

১৪/১০/১৯

মোঃ তারেক হাসান
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)